দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

জোট আমলে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত শিক্ষকরা কাজে ফিরে যাচ্ছেন

মামুন-অর-রশিদ ॥ নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিএনপি-জামায়াত জোট, শাসনামলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বিতাড়িত শিক্ষকবৃন্দ আবার স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে শুরু করেছেন। দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাহাদাৎ হুসাইন রানা পাঁচ বছর আইনী লড়াই শেষে গত সপ্তাহে যৌথবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে কলেজে যোগদান করেছেন। তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুর রশিদও পাঁচ বছর মামলা চালানোর পর কলেজে যোগদান করেছেন। আরও ৫/৭ জনের যোগদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জোট শাসনের পাঁচ বছরে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য, দলীয়করণ এবং অস্ত্রের জোরে ভয় দেখিয়ে শিক্ষকদের বিতাড়নের বিরুদ্ধে জনকণ্ঠ সোচ্চার ছিল। জনকণ্ঠ এ সকল বিষয়ে বেশ কিছু রিপোর্ট প্রকাশ করার পরেও ভুক্তভোগীরা কোন প্রতিকার পাননি। দীর্ঘ দিন পর এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ফিরে যাওয়ায় গত পাঁচ বছরের লুটপাটের চিত্র বেরিয়ে আসার শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে জোটের ক্যাডারদের মধ্যে। যারা অন্যায়ভাবে শিক্ষকদের তাড়ানোর পিছনে ভূমিকা পালন করেছেন তাদের লুটপাটের কাহিনী প্রকাশের ভয়ে অনেকে এখন গা-ঢাকা দিয়েছেন। লুটপাটকারী শিক্ষকরা এখনও নানা রকম ষড়যন্ত্র করছেন। অন্যায়ভাবে বিতাড়িত শিক্ষকরা কলেজে যোগদান করলেও তারা যেন কোনভাবে টিকে থাকতে না পারেন—সে লক্ষ্যেই চলছে এই ষড়যন্ত্র।

রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশে ব্যর্থতা এবং স্থানীয় সরকার দলীয় সাংসদদের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে না চলার অপরাধে (!) এভাবে নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক শ'৩২ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়। চাকরিচ্যুতির তালিকার শীর্ষে ছিল নগরীর দনিয়া কলেজ এবং বর্ণমালা স্কুল এ্যান্ড কলেজ। এটি সাংসদ সালাহ উদ্দিনের এলাকার বলে এখানে অনিয়ম ঘটেছে সবাধিক। এক দিনে বর্ণমালা স্কুল এ্যান্ড কলেজের ২৯ জন শিক্ষককে এবং দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষসহ কয়েকজনকে অস্ত্রের জোরে বের করে দেয়া হয়। এরপর সেখানে গেলে তাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে অনুপস্থিত দেখিয়ে চাকরিচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু গোটা ঘটনা জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দেয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের চাকরিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। নগরীর শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুককে চাকরিচ্যুত করা হয়। জোট শাসনামলে নির্যাতনের শিকার এ সকল শিক্ষক কোথাও বিচার পর্যন্ত পাননি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভুক্তভোগী শিক্ষকদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। তারা একের পর এক স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যেতে শুরু করেছে। তবে দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষকে কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার পত্রের মাধ্যমে যোগদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু সাবেক সাংসদ সালাহ উদ্দিনের হয়ে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকারী অধ্যক্ষ রানাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে না দিয়ে নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে থাকে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে অধ্যক্ষ রানা গত ১৩ মে কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। কলেজে যোগদানের জন্য অধ্যক্ষ সাহাদাৎ হুসাইন রানাকে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারের দেয়া পত্রে বলা, অধ্যক্ষ সাহাদাৎ হুসাইন রানার বিভিন্ন মামলার আদেশসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০০২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তি দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ সাহাদাৎ হুসাইন রানার কক্ষে তালা ঝুলাইয়া দিয়া তাঁকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে তাকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত দেখিয়ে বরখাস্ত করার উদ্যোগ নিলে অধ্যক্ষ সাহাদাৎ হুসাইন রানা ৭ জুন, ২০০২ তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ ৬ষ্ঠ আদালত ঢাকায় মামলা দায়ের (মামলা নম্বর-১৬৭/০২)। আদালত তাঁকে বরখাস্ত করা যাবে না এবং দায়িত্ব পালনে কোনরূপ বাধা দেয়া যাবে না মর্মে আদেশ দেয়। দনিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ এই আদেশ অমান্য করলে অধ্যক্ষ রানা ঢাকা জেলা জজ আদালতে মিস কেস মামলা করেন। এই মামলা না মঞ্জুর হলে তিনি সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আরেকটি সিভিল রিভিশন মামলা করেন (মামলা নম্বর-৩৫৪১/০২)। এই আবেদনে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে। ৩০ নবেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যক্ষ রানাকে দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিলে তিনি এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন। হাইকোর্ট রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের চিঠির কার্যকারিতা বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ দেন।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের দেয়া চিঠিতে আরও বলা হয়, গুরুতর অপরাধ দমন অভিযান সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির কার্যালয় গত ৮ মে ২০০৭ তারিখের এক পত্রে অধ্যক্ষ পদে সাহাদাৎ হুসাইন রানার আশু যোগদান এবং তাকে হয়রানির বিরুদ্ধে আশু যোগদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিভাগীয় কমিশনারকে বলা হয়। এই পত্রের ভিত্তিতে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া অধ্যক্ষ সাহাদাৎ হুসাইন রানাকে যোগদানের নির্দেশ দেন এবং সাবেক সাংসদ সালাহ উদ্দিনের দক্ষিণহস্তখ্যাত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বিভাগীয় কমিশনার এবং কলেজ পরিচালনা পরিষদের নির্দেশ পাওয়ার পরও তিনি নানা কূটকৌশল অবলম্বন করেন। শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ সাহাদাৎ হুসাইন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে কলেজে যোগদান করেন। যোগদানের পর তিনি কলেজে কোটি কোটি টাকা লুটপাটের চিত্র দেখে বিস্মিত হন। এখন এই লুটপাটের চিত্র ঢাকতে কলেজে কর্মরত সালাহউদ্দিন বাহিনী অধ্যক্ষ রানাকে নানা রকম হুমকি-ধমকি দিচ্ছে এবং ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। সদ্য দায়িত্ব নেয়া অধ্যক্ষ রানা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন এবং তিনি থানায় নিজের নিরাপত্তা দাবি করে জিডি করেছেন। জিডি নম্বর ১২৮০ (তারিখ ১৫/৫/০৭)। সালাহ উদ্দিন না থাকলেও সালাহ উদ্দিন বাহিনীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন নিয়ন্ত্রণে এলাকাবাসীও রীতিমতো শঙ্কিত বলে জানা গেছে।